গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
নারায়ণগঞ্জ সদর

ভূমিসেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল

স্মারক নং- ০৫.৪১.৬৭০৪.০০৬.০৮.০১২.২০- ৯৯৫

তারিখ ঃ ২৪/০৬/২০২১খ্রি.

জলমহাল ইজারার পুন : দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনানীতি, ২০০৯ অনুযায়ী নারায়ণগঞ্জ জেলার নিম্নোক্ত জলমহাল বাংলা ১৪২৮-১৪৩০ সনের জন্য (১৪২৮ সনের ১লা বৈশাখ হতে কার্যকর এবং ১৪৩০ সনের ৩০ শে চৈত্র তারিখে শেষ হবে) প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠন সমূহের অনুকূলে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নির্ধারিত ফর্মে পুনরায় দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে। উক্ত দরপত্র বাবদ উপজেলা নির্বাহী অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সদর এর অনুকূলে ৫০০/-(পাঁচশত) টাকার ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার(অফেরতযোগ্য) প্রদান করে জলমহালের পার্শ্বে উল্লেখিত তারিখের পূর্বদিন পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সদর এবং ফতুল্লা রাজস্ব সার্কেল, নারায়ণগঞ্জ হতে সংগ্রহ করা যাবে। দরপত্র দাখিলের তারিখ বেলা ০১.০০ টা পর্যন্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ এর অফিস কক্ষে রক্ষিত বাক্সে দরপত্র গ্রহণ করা হবে এবং একই দিনে বেলা ২.০০ ঘটিকার সময় দরদাতাদের উপস্থিতিতে(যদি কেউ উপস্থিত থাকেন) দরপত্র খোলা হবে। ভুল/অসম্পূর্ণ তথ্য সম্বলিত দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে। বিস্তারিত তথ্য অফিস চলাকালীন সময়ে এ কার্যালয় হতে জানা যাবে। উল্লেখ্য যে, সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সংগঠন সমিতিগুলোকে যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

জলমহালের তালিকা

ক্রঃ নং	জল মহালের নাম	জল মহালের তফসিল	জমির পরিমান	৪র্থ বার দরপত্র দাখিলের তারিখ	৫ম বার দরপত্র দাখিলের তারিখ	৬ষ্ঠ বার দরপত্র দাখিলের তারিখ	৭ম বার দরপত্র দাখিলের তারিখ	উপজেলা জলমহাল কমিটি কর্তৃক নির্ধারণকৃত সরকারি ইজারামূল্য = ৬,০০,০০০/-		
								১৪২৮ সন (১লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত)	১৪২৯ সন (১ লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত)	১৪৩০ সন (১ লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত)
১	পাগলা জলমহাল	মৌজা-পাগলা, এস,এ-৫৯১ আর,এস-২৯১	১১.৩২ একর	৩০/০৬/২১	০৮/০৭/২১	১৫/০৭/২১	২৭/০৭/২১	১,৫০,০০০/-	২,১০,০০০/-	২,৪০,০০০/-

ইজারার শর্তবলী ঃ

১। জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি/সংগঠন যা সমবায় অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট বা তীরবর্তী জলমহালের ইজারার জন্য আবেদন করতে পারবেন, কোন ব্যক্তি বা অনিবন্ধিত সংগঠন আবেদন করতে পারবেন না। শর্ত থাকে যে, উক্ত সমিতিতে প্রকৃত মৎস্যজীবি ব্যতীত অন্য কোন সদস্য থাকলে বা কার্যনির্বাহী কমিটিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবি নহেন তাহলে উক্ত সমিতি আবেদনের যোগ্য হবে না। আরো শর্ত থাকে যে, প্রকৃত মৎস্য সমিতি যারা সমাজসেবা অধিদপ্তরে নিবন্ধিত যেখানে প্রকৃত মৎস্যজীবি ছাড়া অন্য কোন সদস্য নেই, তারাও আবেদনে অংশগ্রহণের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবেন। আরো শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোন সমিতি, বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ জেলা বা উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করবেন ও বিগত দুই বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন। তবে নতুন নিবন্ধিত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রমাণ দরকার হবে না।

২। নির্দিষ্ট ফরমে (যা অত্রাফিসে পাওয়া যাবে) আবেদনপত্র দাখিলের সময় প্রকৃত মৎস্যজীবি সমিতি/সংগঠন তাদের সদস্যদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নির্বাহী সদস্যদের নামের তালিকা(ঠিকানাসহ) সংযুক্ত করবেন এবং একই সাথে তার অনুলিপি উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করবেন।

৩। সরকার জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এ উল্লিখিত সংজ্ঞা ও যোগ্যতা অনুয়ায়ী আগ্রহী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে জেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সচিবের সিল সম্বলিত স্বাক্ষরসহ নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটি, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক একাউন্টের লেনদেন সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্রসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ও সত্যায়িত ছবি সংযোজন করতে হবে। এছাড়া সংশ্লিষ্ট মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী লীজ পাওয়ার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জলমহাল এর মৎস্য চাষ/উৎপাদন/সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে। আবেদন অসম্পূর্ণ থাকলে তা বাতিলযোগ্য হবে।

৪। স্থানীয় প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠনগুলোর মধ্যে যে সংগঠন/সমিতি/সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী সে সকল মৎস্যজীবি সংগঠনকে সংশ্লিষ্ট জলমহাটি বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে। যদি সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী/তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবি সংগঠন পাওয়া না যায় তাহলে সেক্ষেত্রে অন্যান্য পার্শ্ববর্তী উপজেলা/ জেলা মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতিকে জলমহালটি বন্দোবস্ত প্রদানের বিষয়ে বিবেচনা করা হবে।

৫। কোন সংগঠন/সমিতি এর কোন জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বের কোন জলমহালের ইজারা মূল্য খেলাপী হয়ে থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোন সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোন আদালতে মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত প্রদান করা হবে না।

৬। বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভূক্ত জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার জামানত হিসাবে "উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ সদর এর অনুকূলে আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে। লীজপ্রাপ্ত সমিতির শেষ বছরের লীজ মানির সাথে উক্ত টাকা সমন্বয় করা হবে। লীজপ্রাপ্ত হয় নাই এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত দেওয়া হবে।

৭। সময়মত লীজমানি পরিশোধ না করলে এবং তথ্য গোপন/ভুল তথ্য পরিবেশন করে কেউ যদি জলমহাল বন্দোবস্ত পায় তাহলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে। জামানতের অর্থসহ জমাকৃত ইজারামূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে।

৮। লীজ গ্রহীতা কোন মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি তাদের নামে লীজকৃত হলে উক্ত জলমহাল কোন অবস্থাতেই সাব-লীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না। যদি তা করে থাকে, তাহলে উক্ত লীজ বাতিল ও জামানতসহ জমাকৃত টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে এবং লীজ গ্রহীতা মৎস্যজীবি সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল বন্দোবস্ত সংক্রান্ত কোন আবেদন করতে পারবে না।

০৯। (ক) প্রথম বছরের সাকুল্য ইজারামূল্য ইজারা সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে জলমহাল ও পুকুর ইজারামূল্য **১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১**নং কোডে জমা প্রদান করতে হবে। সম্পূর্ণ টাকা পরিশোধের পর উক্ত জলমহাল বুঝিয়া দেওয়া হবে। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারামূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে

পরিশোধ করা যাবে না। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে সমুদয় টাকা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে উক্ত জলমহালের ইজারা বাতিলপূর্বক জামানতের টাকা সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে।

(খ) ইজারা গ্রহণকারী ইজারামূল্যের উপর ১৫% ভ্যাট ও ৫% হারে আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

১০। ১৪২৮ সনের জলমহাল ইজারার মেয়াদ ১লা বৈশাখ থেকে শুরু হবে এবং ১৪৩০ সনের ৩০ চৈত্র তারিখ তা শেষ হবে।

১১। ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়ার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে কোন জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবী/অধিকার/স্বত্ত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে জেলা প্রশাসকের উপর ন্যস্ত হবে।

১২। ইজারা মেয়াদ শেষ হলে মাছ সংগ্রহের জন্য অতিরিক্ত কোন সময় মঞ্জুর করা যাবে না।

১৩। এক বছরের সমুদয় অর্থ জমা দিয়ে কৃতকার্য করদাতাকে নিজ খরচে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল, ১৯৯০ এর ২১৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জলমহালের পূনঃ ইজারা চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে।

১৪। দরদাতাকে জলমহালের নাম খামের উপর স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং দরপত্রের প্রত্যেক পাতায় স্বাক্ষর করতে হবে।

১৫। কৃতকার্য দরদাতাকে নিজ দায়িত্বে নিজ খরচে সংশ্লিষ্ট জলমহাল পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে।

১৬। জলমহালের কোন অংশে স্থায়ী অথবা অস্থায়ী বাঁধ স্থাপন ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না যাতে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৩৩ ধারা অথবা ১৯৫০ সনের মৎস্য সংরক্ষণ আইনের কোন বিধান লংঘিত হয়।

১৭। লীজ গ্রহীতা সংশ্লিষ্ট সায়রাত মহালের পরিসীমা বজায় ও সংরক্ষণ করবেন যাতে কেউ সংশ্লিষ্ট সায়রাত মহালের মধ্যে অনুপ্রবেশ বা বে-আইনিভাবে দখল করতে না পারে।

১৮। ইজারা গ্রহীতা সরকার বা কালেক্টর বা সরকারি মৎস্য বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত সকল আদেশ-নিষেধ পালন করতে বাধ্য থাকবেন।

১৯। দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে মান সম্পন্ন পোনা উৎপাদন, ডিমওয়ালা মাছ সংরক্ষণ, দেশীয় বিপন্ন প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করাসহ ৯ (নয়) ইঞ্চির ছোট পোনা মাছ ধরা এবং অবৈধ কারেন্ট জাল ব্যবহার করা যাবে না।

২০। মৎস্য উৎপাদন/চাষ ব্যতীত জলমহাল বা এর কোন অংশ বিশেষ অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

২১। জলমহালের আয়তন কম/বেশী হতে পারে। সরেজমিনে আয়তনের তারতম্য নিয়ে কোন ওজর/আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

২২। বছরের যে সময়ই জলমহালের দখল প্রদান করা হোক না কেন তা ১লা বৈশাখ ১৪২৮ সাল হতেই কার্যকর হবে।

২৩। কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন দরপত্র গ্রহণ/বাতিল অথবা সমুদয় দরপত্র গ্রহণ/বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২৮/০৬/২১

(আরিফ জেহরা)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
নারায়ণগঞ্জ সদর

স্মারক নং- ০৫.৪১.৬৮৫৭.০০৬.০১.০০১.২০- ৭৬২/১(৩৫)

তারিখ ঃ ২৮/০৬/২০২১খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। মাননীয় জাতীয় সংসদ সদস্য, ২০৮, নারায়ণগঞ্জ-০৫/২০৭, নারায়ণগঞ্জ-০৪।
২। জেলা প্রশাসক, নারায়ণগঞ্জ।
৩। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব), নারায়ণগঞ্জ
৪। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, নারায়ণগঞ্জ সদর।
৫। সহকারী কমিশনার(ভূমি), ফতুল্লা রাজস্ব সার্কেল, রাজস্ব সার্কেল, নারায়ণগঞ্জ।
৬। উপজেলা . . . . . অফিসার, নারায়ণগঞ্জ সদর, নারায়ণগঞ্জ ।
৭। সহকারী প্রোগ্রামার, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি অধিদপ্তর, নারায়ণগঞ্জ সদর। তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
৮। চেয়ারম্যান,. . .. . (সকল) ইউ,পি নারায়ণগঞ্জ সদর।
৯। ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা, ... ইউনিয়ন ভূমি অফিস। তাঁকে জলমহালের ইজারা বিজ্ঞপ্তিটি মাইক/ঢোল মহরতের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো।
১০। সভাপতি/সম্পাদক, ...মৎসজীবি সমবায় সমিতি, নারায়ণগঞ্জ সদর।
১১। নোটিশ বোর্ড।

A. Rahman 28.06.21

(মো: আজিজুর রহমান)
সহকারী কমিশনার (ভূমি)
ফতুল্লা রাজস্ব সার্কেল
ও
সদস্য-সচিব
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
নারায়ণগঞ্জ সদর